বৈজ্ঞানিক সম্পদ বর্ধনের জন্য প্রয়োজন তথ্যের সহজলভ্যতা

ডক্টর অর্চিতা ভট্ট, বিজ্ঞান প্রসার

ডক্টর অর্চিতা ভট্ট 'বিজ্ঞান প্রসার' দ্বারা সঞ্চালিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সম্প্রসার টীমের সম্পাদক, এবং নিয়মিত জাতীয় ও আন্তর্যাতিক প্রকাশনাগুলির জন্য জনপ্রিয় বিজ্ঞান নিবন্ধ লেখিকা। তিনি একজন জে এল টাটা স্কলার এবং ইউনাইটেড কিংডমের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী। বিজ্ঞান ও পরিবেশগত বিষয়ে সম্প্রসারের ব্যাপারে জাতীয় ও আন্তর্যাতিক বক্তৃতাগুলিতে অবদান রাখেন।

সারসংক্ষেপ

ভারতের ৭০০০ এর অধিক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ২,৮০,০০০ জন বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে যুক্ত এই বিজ্ঞানীদের অনেকেই স্বল্প মূল্যের স্বাস্থ্য পরিসেবা থেকে অল্প খরচে মহাকাশ অভিযান, বা মহাশূন্যের রহস্যময় মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অনুসন্ধানে বিদেশের বিজ্ঞান জগতে নব-দিশার সন্ধান দিয়েছেন। বিকাশের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে প্রধান অবলম্বন, ভারতবর্ষ অনেক আগেই সে'কথা জানত। বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য অর্থনৈতিক আনুকূল্য, সুযোগ-সুবিধা, পরিকাঠামো এবং উদ্ভাবনী মস্তিষ্ক প্রয়োজনীয় চালিকাশক্তি হিসাবে এই দেশে গৃহীত। বিজ্ঞানীরা গবেষণা পত্র লিখেছেন, প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং এমন পণ্য সৃষ্টি করেছেন, যা বিদেশের মাটিতে দৃষ্টান্ত রেখেছে এবং সমাজকে বহুবিধ সমস্যা থেকে মুক্ত করেছে। যদিও গবেষণার প্রাথমিক উপাদান আরও বেশি সহজলভ্য হওয়া সম্ভব যদি সেই বিষয়ের তথ্য উপলব্ধির মান উন্নত করা যায়। এই ক্ষেত্রে কর্মরত প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রাথমিক উপাদান সহজলভ্য করবারজন্যঅর্থ সাহায্য, সুযোগ-সুবিধা এবং মেধা-সম্পদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনবিশেষ প্রয়োজন। বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের কর্তব্য – পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে,সম্পদের সমান ভাগীদার হয়ে, বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলির মোকাবেলা করা। বর্তমান প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্য ভাণ্ডার সহজলভ্য করবার মাধ্যমে একটি নতুন মঞ্চ গড়ে তোলবার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার করবে, যার ফলে ভারতে বিজ্ঞান উন্মেষ সম্ভবপর হয়ে উঠবে।